ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৫০৬(আগরতলা, ০৭।০৩)
সোনামুড়া, ০৭ মার্চ, ২০১৯

আগামী ৩ বছরে ত্রিপুরা শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা ক্ষেত্রে আগামী ৩ বছরে রাজ্য দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেবে। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার মান উন্নয়নে নতুন দিশা নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ৮০০ একাডেমিক লিডার এবং ২৫ হাজার শিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন দিশায় ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করার দায়িত্ব দেওয়া হবে। আজ সোনামুড়ার রবীন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ একথা বলেন। এম এস ডি পি প্রকল্পে নতুন এই বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি টাকা। ৯টি শ্রেণীকক্ষ, স্টাফ রুম, প্রধান শিক্ষকের রুম, ৩টি টয়লেট ব্লক রয়েছে নতুন এই বিদ্যালয় ভবনে। বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পিন্টু আইচ, সোনামুড়ার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সাজু ওয়াহিদ আহমেদ, সংখ্যালঘু উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক, রতন দাস, বিশ্বজিৎ দাস, প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীদাম শীল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে সর্বাধিক গুরুত্ব। তিনি বলেন, আমরা রাজ্যে বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে এন সি ই আর টি পাঠক্রম চালু করেছি। ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের মেধাকে বিকশিত করে তুলতে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক অভিভাবকদের প্রতি আবেদন জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবৎসর রাজ্যে নতুন ৭টি ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যে আরও ১৮টি একলব্য মডেল স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ৩০ হাজার ছাত্রীকে বাইসাইকেল দেওয়া হচ্ছে। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সব বিষয়ে আপডেট থাকতে পরামর্শ দেন।

প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক বলেন, রাজ্যের নিজস্ব আয় বিশেষ কিছুই নেই। তা সত্বেও শিক্ষাখাতে রাজ্য সরকার অনেক বেশী টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশের গরীব মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ নিয়েছে। সমাজসেবী বাহারুল ইসলাম মজুমদার শিক্ষকদের রাজনৈতিক বাতাবরণের বাইরে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত শিক্ষাদান করার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রবীন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ধর্ম কুমার দেববর্মা। বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

****